ভোরের ডাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা গত শনিবার সন্ধ্যায় আন্তঃক্লাব বিতর্ক প্রতিযোগিতা উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিজ্ঞপ্তি

ভোরের কাগজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূর্যসেন হল বিতর্ক উৎসবে চ্যাম্পিয়ন জহুরুল হক হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূর্যসেন হলের বিতর্ক ক্লাব 'সূর্যসেন বিতর্ক ধারা'-এর উদ্যোগে 'দ্রোহের তর্ক ১.০' শীর্ষক বিতর্ক উৎসবে আন্তঃক্লাব বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের বিতর্ক ক্লাব 'হাউজ অব ডিবেটরস' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি রানার আপ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা গত শনিবার সন্ধ্যায় হল মিলনায়তনে উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

সূর্য সেন বিতর্ক ধারা'র সভাপতি মো. মাসুম বিল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন ভূঁইয়া, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, হল ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর অধ্যাপক ড. শাহরিয়ার হায়দার, নগদহাট বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইসরাফিল মোল্লা, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি'র - সভাপতি অর্পিতা গোলদার ও সাধারণ সম্পাদক আদনান মুস্তারী বক্তব্য রাখেন। সূর্যসেন বিতর্ক ধারা'র সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল গালিব অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

ভোরের কাগজ

ঢাবি সূর্যসেন হল বিতর্ক উৎসবে জহুরুল হক হল চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূর্যসেন হলের বিতর্ক ক্লাব 'সূর্য সেন বিতর্ক ধারা'-এর উদ্যোগে 'দ্রোহের তর্ক ১.০' শীর্ষক বিতর্ক উৎসবে আন্তঃক্লাব বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের বিতর্ক ক্লাব 'হাউজ অব ডিবেটরস' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি রানার আপ হয় । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা গতকাল গত ২ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় হল মিলনায়তনে উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ছবিতে অতিথিবৃন্দের সঙ্গে বিজয়ীদের দেখা যাচ্ছে -ছবি: ঢাবি জনসংযোগ

কালবেলা

সূর্য সেন হল বিতর্ক উৎসবে চ্যাম্পিয়ন জহুরুল হক হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সূর্য সেন হলের বিতর্ক ক্লাব 'সূর্য সেন বিতর্ক ধারা'-এর উদ্যোগে 'দ্রোহের তর্ক ১.০' শীর্ষক বিতর্ক উৎসবে আন্তঃক্লাব বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের বিতর্ক ক্লাব 'হাউস অব ডিবেটরস' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এতে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি হয়েছে রানার আপ। গত শনিবার সন্ধ্যায় সূর্য সেন হল মিলনায়তনে উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢাবি উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ›› ঢাবি প্রতিনিধি

জনকণ্ঠ

ঢাবি উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে ড. সায়মা হক বিদিশা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরে গেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। শনিবার ভোরে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। আগামী ৬ নভেম্বর তিনি দেশে ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। এ সময়ে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে উপাচার্যের রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে 'দি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টরাল সিস্টেমস'-এর 'ইউএস ইলেকশন প্রোগ্রাম'-এ অংশগ্রহণ করবেন। আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ দিন কর্তব্যরত ছুটি মঞ্জুরসহ আমেরিকা গমন ও অবস্থানের জন্য সরকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। উপাচার্যের ছুটিকালীন সময়ে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে উপাচার্য-এর রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন।

কালের কণ্ঠ

ঢাবির নিরাপত্তা জোরদারে চালু হচ্ছে 'ক্যাম্পাস সিকিউরিটি সার্ভিস'

- বহিরাগত ও যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ হচ্ছে
- বাইরের কেউ সমাবেশ করতে পারবে না

মানজুর হোছাঈন মাহি ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভৌগোলিক অবস্থান এবং এর আশপাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ খোলামেলা জায়গা থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রতিদিন প্রচুর যানবাহন চলাচল করে এবং জনসমাগম ঘটে। বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ও ট্রাফিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা জোরদারে ক্যাম্পাস সিকিউরিটি সার্ভিস চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

করোনা-পরবর্তী সময় থেকে ঢাবি শিক্ষার্থীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বহিরাগত যানবাহন ও মানুষ। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে রীতিমতো জনসমুদ্রে পরিণত হয় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ও ভবঘুরেদের কারণেও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের

▶▶ পষ্ঠা ১১ ক. ৫

ঢাবির নিরাপত্তা জোরদারে চালু হচ্ছে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থী সুরাইয়া ফাতিমা বলেন, 'ক্যাম্পাসে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগি আমরা। বিভিন্ন সময় আমাদের হলের সামনেই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ক্যাম্পাসে মানসিক ভারসাম্যহীন ও ভবঘুরেরা অবস্থান করে। হরহামেশাই শোনা যায়, নারী শিক্ষার্থীদের দিকে এ ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীন কেউ ছুটে এসেছে, তাঁকে খামচি দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এদের থাকার জায়গা না। এদের সরাতে হবে।'

স্যার এ এফ রহমান হলের শিক্ষার্থী আনাস ইবনে মুনির বলেন, 'প্রতিদিন বহিরাগতদের আগমন ও অসংখ্য যানবাহন প্রবেশের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পরিবেশ থাকে না। মেয়ে শিক্ষার্থীদের হ্যারাসমেন্ট, মাদকসেবীদের আশ্রয়স্থলসহ ঢাবি ক্যাম্পাস ঢাকার অনেকের কাছে পর্যটন স্পট। স্বল্পসংখ্যক বর্তমান ও সাবেক কিছু শিক্ষার্থী বহিরাগত নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করলেও ক্যাম্পাসের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর চাওয়া বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ।'

বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেও জনবলের অভাবে তা সম্ভব হয় না বলে স্বীকার করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ। এ জন্য প্রক্টরিয়াল বডির মোবাইল টিমে জনবল নিয়োগ, ক্যাম্পাসে ছয়টি সিকিউরিটি বক্সে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাপ্রহরী থাকাসহ শিক্ষার্থীদের যুক্ত করে 'ক্যাম্পাস সিকিউরিটি সার্ভিস' চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রশিক্ষণ দিয়ে যুক্ত করা হবে শিক্ষার্থীদের, থাকবে পারিশ্রমিক : ক্যাম্পাস সিকিউরিটি সার্ভিসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি ও মোবাইল টিমের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কাজ করবেন। ঢাবিতে শিক্ষার্থীদের খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য চালু আছে 'স্টুডেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড সাপোর্ট ইউনিট'। এই ইউনিটের অধীনে আবেদন করে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস সিকিউরিটি সার্ভিসে যোগ দিতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে দুই থেকে চার ঘণ্টা এই কাজ করতে পারবেন। কাজে যোগদানের আগে শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রগ্রাম ও ইন্ডাকশন ট্রেনিং দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট পোশাক ও আইডি কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে এবং শিক্ষার্থীদের কর্মঘণ্টা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর।

দেড় বছর আগের উদ্যোগ : তড়িঘড়ি করে গত বছরের ১৬ জুন ঢাবির পাঁচটি প্রবেশদ্বারে (নীলক্ষেত, পলাশী মোড়, শাহবাগ, হাইকোর্ট মোড়, শহীদুল্লাহ হল সংলগ্ন) বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার ও নিশ্চিত করতে সিকিউরিটি অ্যান্ড সার্ভেইল্যান্স বক্স উদ্বোধন করেন তৎকালীন উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান। তবে তা শুধু উদ্বোধন পর্যায়েই থেকে যায়; সেখানে নিরাপত্তাপ্রহরী হিসেবে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। চার মাসের মতো খালি পড়ে থাকে বক্সগুলো। পরবর্তী সময়ে ওই বছরের নভেম্বর মাসে শুধু তিনটি বক্সে (শাহবাগ, নীলক্ষেত, পলাশী মোড়) নিরাপত্তাপ্রহরী হিসেবে ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। দুটি বক্স খালি থাকে। নিয়োগ দেওয়া নিরাপত্তাপ্রহরীদের আন্তঃযোগাযোগের জন্য ওয়াকিটকি দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া হয়নি। তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো পোশাকও ছিল না। জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের সময় পুলিশ বক্স মনে করে এই বক্সগুলো ভেঙে ফেলে আন্দোলনকারীরা।

দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আবারও ক্যাম্পাস সিকিউরিটি সার্ভিস পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করার উদ্যোগ নেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গত শুক্রবার নিরাপত্তাপ্রহরীদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক দেওয়া হয়। পাশাপাশি হাইকোর্ট মোড় ও শহীদুল্লাহ হল সংলগ্ন বক্সেও সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাপ্রহরী থাকার জন্য লোকবল নিয়োগ দিতে গতকাল রবিবার প্রক্টর অফিস থেকে ছয়জন নিরাপত্তাপ্রহরী চেয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়া ভেঙে ফেলা পাঁচটি বক্স দ্রুত সংস্কার করে সেখানে নিয়মিত নিরাপত্তাপ্রহরী রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ রাসেল টাওয়ারের সামনেসহ মোট ছয়টি প্রবেশমুখে 'বার' স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ।

যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে : বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সড়কগুলোতে ট্রাফিক সামলানোর জন্য কোনো ট্রাফিক পুলিশ নেই। রাস্তা পার হওয়ার জন্য নেই কোনো ফুট ওভারব্রিজ। এ জন্য ওই এলাকায় ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ এবং বহিরাগত যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ চান শিক্ষার্থীরা। বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ রুহেল বলেন, 'বহিরাগত যানবাহন ও মানুষ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের উচিত ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত সিসিটিভি এবং কর্মক্ষম ও সর্বোচ্চ দক্ষ একটা প্রশাসনিক টিম তৈরি করা। এ ছাড়া সার্বক্ষণিক হটলাইনের ব্যবস্থা রাখা দরকার। ক্যাম্পাসে ছুটির দিনগুলোতে যানবাহন প্রবেশ কমিয়ে দিতে পারলে ক্যাম্পাস তুলনামূলক ভালো থাকবে।' শামসুন নাহার হলের শিক্ষার্থী স্মৃতি আফরোজ সুমি বলেন, 'ঢাকা শহরে ঘোরার মতো স্থানের স্বল্পতার কারণে অনেকেই এখানে ছুটির দিনে ঘুরতে আসেন। তাঁরা চান না বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা রেস্ট্রিক্টেড হোক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি সবার বিবেচনায় নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথগুলোতে চেকপোস্ট বসিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।'

ক্যাম্পাস সিকিউরিটি সার্ভিস ও সিকিউরিটি বক্সের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং ভারী যানবাহন প্রবেশ বন্ধ করতে চায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও। ক্যাম্পাসে যানজট কমাতে রিকশাসহ অন্যান্য যানবাহন যেন পার্ক করে থাকতে না পারে সে জন্য বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া থাকবে। ক্যাম্পাসের প্রবেশপথ দিয়ে যেন ভারী যানবাহন ও ট্রাক প্রবেশ করতে না পরে সে জন্য 'বার' স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বাইরের কেউ সমাবেশ করতে পারবে না: বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়া অন্য কেউ রাজু ভাস্কর্যে বা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সমাবেশ করতে পারবে না বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর। তবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইস্যু হলে সে ক্ষেত্রে অনুমতি নিয়ে সমাবেশ করা যাবে। এ ছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও উৎসবে ক্যাম্পাসে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে আইডি কার্ড পরীক্ষা করা হবে। প্রক্টর বলেন, 'ক্যাম্পাসের ভেতরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়া অন্য কাউকে সমাবেশ করতে দেওয়া হবে না, যদি সেটা জাতীয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইস্যু না হয়ে থাকে। সেটাও অনুমতি সাপেক্ষে। কোনো ভিড়, মিছিল ঢুকতে চাইলে আমরা সেগুলো আটকাব। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রয়োজনবোধে যারা ক্যাম্পাসে ঢুকতে চাইবে তাদের আইডি কার্ড চেক করা হবে, যেভাবে আমরা দুর্গাপূজার সময় করেছিলাম।' এ ছাড়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঘুরতে আসা মানুষের ভিড়, উদ্যানের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহন ও উদ্যান এলাকায় সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য টিএসসিসংলগ্ন উদ্যানের গেট বন্ধ রাখতে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও পুলিশের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন প্রক্টর।

ক্যাম্পাস সিকিউরিটি সার্ভিস ও বহিরাগত নিয়ন্ত্রণের নামে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ অন্যরা ক্যাম্পাসে বেড়াতে আসতে পারেন। তবে এটা যেন তাঁদের এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ থাকে। আমরা বুঝতে পারি কে বেড়াতে আসছে আর কে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সেই 'ম্যাচিউরিটি' আছে—কে এখানে শো-অফ করতে এসেছে আর কে অবসর সময় কাটাতে এসেছে। যে-ই আসুক, তাকে যদি আমাদের মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য হুমকিস্বরূপ, তাকে আমরা এখানে অবস্থান করতে দেব না।"

আলোকিত বাংলাদেশ

শিক্ষার্থীদের সাধুবাদ

ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে নতুন ভাবনা ঢাবির

● ঢাবি প্রতিনিধি

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার লিখিত অংশ নিজস্ব ক্যাম্পাসে নেয়ার চিন্তাভাবনা করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। জানা যায়, গত ২১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ ভর্তি কমিটির সভায়' এ বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ভর্তি প্রক্রিয়া সংস্কারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে একটি কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে গতকাল কমিটির একাধিক সদস্যের সাথে কথা আলোকিত বাংলাদেশের। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষ হতে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষায় এমসিকিউ অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকার বাইরের সংশ্লিষ্ট সাতটি বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। আর এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হবে।

বর্তমানে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা, 'চারুকলা ইউনিট' এবং আইবিএ ইউনিট ব্যতীত অন্য ৩টি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ঢাকাসহ ৮টি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান আলোকিত বাংলাদেশকে বলেন, 'সাধারণ ভর্তি কমিটির সভায় এ বিষয়ে প্রস্তাবনা এসেছে। এ জন্য একটা কমিটিও করে দেয়া হবে। সেখানে এ প্রস্তাবের ভালো-মন্দ দিক আলোচনা হবে। আলোচনার পর ভালো, মনে হলে আগামী বছর থেকে আমরা এ পদ্ধতিতে যাবো।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভর্তি কমিটির এক সদস্য বলেন, ভর্তি পরীক্ষাকে আরো স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে এ চিন্তা করা হয়েছে। যেহেতু লিখিত পরীক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটাতে যেন কোনো ধরনের প্রশ্ন না আসে, সে জন্য এ প্রস্তাবনা এসেছে। এক্ষেত্রে এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবে কী না কিংবা নির্দিষ্ট নম্বরের ভিত্তিতে অংশগ্রহণ নির্ভর করবে, সে বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা হবে। তবে লিখিত অংশ ঢাবিতে হলেই ভালো হবে বলে মনে করি।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। হুজাইফা নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষের এক শিক্ষার্থী আলোকিত বাংলাদেশকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন পদ্ধতিতে আরো বেশি স্বচ্ছতা আসবে বলে আমি মনে করি। এ ছাড়া একসাথে এমসিকিউ ও লিখিত পরীক্ষার কারণে অনেক শিক্ষার্থী ভালো প্রস্তুতি নেয়ার পরেও মানসিক চাপে পরীক্ষায় খারাপ করে এই জিনিসটাও তখন অনেকটাই কমে আসবে।'

উল্লেখ্য, আজ থেকে ঢাবির ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হবে, চলবে ২৫ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এ বছর ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফি ধরা হয়েছে ১ হাজার ৫০ টাকা। আগামী ৩ জানুয়ারি আইবিএ ইউনিট দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে।

এরপর ৪ জানুয়ারি চারুকলা ইউনিট, ২৫ জানুয়ারি কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট, ১ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান ইউনিট, ৮ ফেব্রুয়ারি ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৫টি ইউনিটে ভর্তিতে এবারের আসন সংখ্যা ৬ হাজার ১৩৫টি।

The Daily Observer

Online application for DU entry tests begins today

DU Correspondent

The online application process for Dhaka University (DU) undergraduate admission tests for the academic year 2024-2025 will begin today.

Students can submit application online till November 25.

The application fee is Tk 1,050 for all unit tests but the application fee for Institute of Business Administration (IBA) test is Tk 1,500.

According to the university's Public Relations Office (PRO), the IBA admission test will be held on January 3, the Fine Arts unit on January 4, the Arts, Law and Social Science on January 25, the Science unit on February 1 and the Business unit on February 8.

Details of the application process and admission tests will be found at the university's website.

আমাদের সময়

ঢাবিতে ভর্তির আবেদন শুরু আজ

ঢাবি প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষা আজ সোমবার থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। দুপুর ১২টা থেকে শিক্ষার্থীরা ঢাবির নির্ধারিত ভর্তি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে এ আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন, যা চলবে ২৫ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

আবেদন শেষে নির্ধারিত ব্যাংক, অনলাইনে ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা আবেদন ফি জমা দিতে পারবেন। এ ছাড়া আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র।

সুযোগ নেই সেকেন্ড টাইমারদের ও ভর্তির যোগ্যতা

২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০২৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা ঢাবির বিভিন্ন ইউনিটে ভর্তির জন্য নির্ধারিত শর্ত পূরণ করবেন কেবল তারাই ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন, যার ফলে বিগত বছরগুলোর মতো এ বছরও অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না সেকেন্ড টাইমাররা।

এ ছাড়া ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক/সমমান এবং ২০২৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) বিজ্ঞান ইউনিটের জন্য জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৮ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.৫, কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের জন্য জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল

■ এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

ঢাবিতে ভর্তির

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ন্যূনতম ৭.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০, ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের জন্য জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৭.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০ থাকতে হবে। আর চারুকলা ইউনিটের জন্য জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৬.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০ থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, ভর্তি সংক্রান্ত অন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি https ://admission.eis.du.ac.bd ওয়েবসাইটে দেখতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি বিজ্ঞপ্তি পৃথকভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে।